শুধু সুন্দরবন চর্চা

একটি বিপন্ন অঞ্চলের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

গ্রাহক হওয়ার জন্য ঃ

পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা - পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে (ডাক / কুরিয়ারে) - ৩০০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে (ডাক / কুরিয়ারে)-৪০০ টাকা, বাংলাদেশে (কুরিয়ারে) - ৫০০ টাকা। কুরিয়ার চার্জ বিশেষ ঠিকানা অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান পত্রিকার গ্রাহক হতে চাইলে তার বাৎসরিক চাঁদা ঃ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে-৫০০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতের অন্যত্র-৭০০ টাকা, বাংলাদেশে-১৫০০ টাকা। পত্রিকার আজীবন গ্রাহক হবার জন্য এককালীন গ্রাহক চাঁদা ৫০০০ টাকা (ব্যক্তি), ১০০০০ টাকা (প্রতিষ্ঠান)।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য ঃ

শেষ পৃষ্ঠা ১০০০০ টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ - ৫০০০ টাকা, ভিতরের পূর্ণপৃষ্ঠা ৩০০০ টাকা, অর্ধপৃষ্ঠা - ২০০০ টাকা ও এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা - ১০০০ টাকা।

টাকা পাঠানোর জন্য ঃ

আমাদের দপ্তরের ঠিকানায় MO করে টাকা পাঠাতে পারেন অথবা সরাসরি 'তেপান্তরের স্বপ্ন'- এর যেকোন একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও টাকা পাঠাতে পারেন Tepantarer Swapna, State Bank of India, Gurap Branch, Branch Code -10544, A/C No.- 32251588407, CIF No.- 86294362953, IFS Code - SBIN0010544, Panjab National Bank, Balidaha Branch, A/C No.- 2156000100048995, IFS Code -PUNB0215600.

প্রাপ্তিস্থান ঃ

পাতিরাম (কলেজ স্ট্রীট), দে বুক স্টোর (১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা - ৭৩), বই কারিগর (লাবণ্য অ্যাপার্টমেন্ট, পলতা নগর, বেঙ্গল এনামেল, উত্তর ২৪ পরগণা), স্বপনদার দোকান (বর্ধমান স্টেশন-এ ATM কাউন্টারের সামনে)।

গ্রাহকদের জন্য ঃ

গ্রাহকরা পরবর্তী যোগাযোগের সময় খামের উপরে লেখা গ্রাহক নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করলে দপ্তরের ঠিকানায় ফোন / এস.এম.এস. / ই-মেল / চিঠি লিখে জানাবেন। গ্রাহককালে শেষ হলে গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। কোন কারণে গ্রাহক হিসাবে নিজের নাম পুনর্নবীকরণ করতে আগ্রহী না হন তাহলেও সরাসরি আমাদের জানাবেন।

সূচীপত্র

যাঁদের লেখা ও ছবি নিয়ে এই সংখ্যা তাঁদের কয়েকজন

তুষার কাঞ্জিলাল ঃ পদ্মশ্রী। দীর্ঘ পাঁচ দশক সুন্দরবন উন্নয়নের সাথে যুক্ত। উল্লেখযোগ্য বই 'গ্রামের ডায়েরি', 'পথে প্রান্তরে', 'তাহাদের কথা'।

প্রণবেশ সান্যাল ঃ সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রাক্তন ক্ষেত্র অধিকর্তা। বাঘ ও অন্যান্য বিড়াল গোষ্ঠীর প্রাণি বিশেষজ্ঞ। প্রকাশিত বই 'পশ্চিমবাংলার পাখি'।

অশোক মুখোপাধ্যায় ঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। ভূতপূর্ব অধ্যাপক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

গল্প (মনে) হলেও সত্যি ! ঃ মৌলে পালান নাইয়ার মুখোমুখি ৮
সুন্দরবনের মধুকর ও মৌলেরা ঃ শুভ্রকান্তি সিন্‌হা ১৫
সুন্দরবনের মধুর উৎপাদন ঃ শঙ্কর কুমার প্রামাণিক ২০
'মধু'র রোগ নিরাময় ঃ অশোক মুখোপাধ্যায় ২৪
বাংলাদেশের মধু চালচিত্র ঃ শুভদীপ অধিকারী ২৬
সুন্দরবনের মধু ঃ প্রণবেশ সান্যাল ২৯
মধু, মৌমাছি ও সুন্দরবনের কথা ঃ প্রভুদান হালদার ৩১
সাহেবের আমলে গোসাবার প্রশাসন ঃ সৌমেন দত্ত ৩৪
দেবীপুর জঙ্গলমেলা ঃ দেবপ্রসাদ পিয়াদা ৩৭
আমার জীবন আমার সুন্দরবন ঃ তুষার কাঞ্জিলাল ৪১
সুন্দরবনের গ্রামনাম ঃ গৌতম ৪৩
সুন্দরবন ঃ ঘটনাপঞ্জি ৪৫

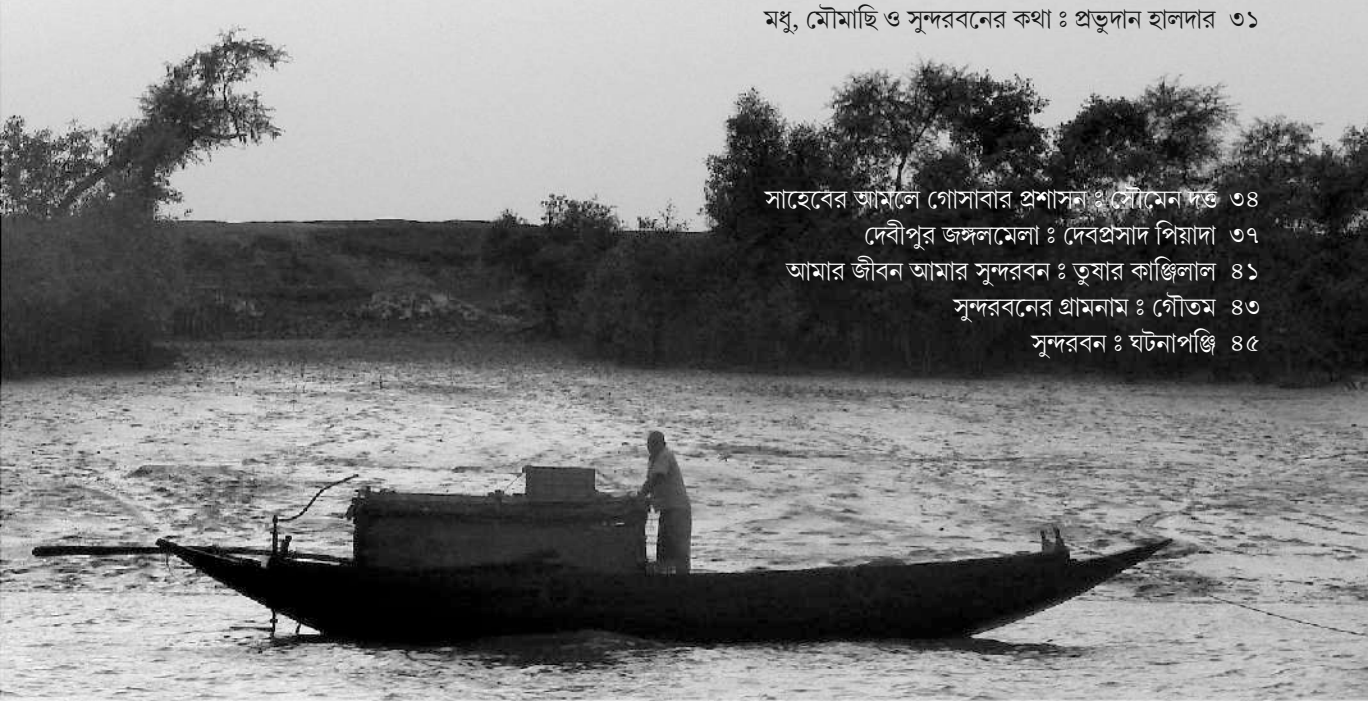

নামাঙ্কন ঃ দেবব্রত ঘোষ প্রচ্ছদ ঃ কৌশিক চ্যাটার্জী সূচীপত্রের ছবি ঃ অঞ্জন নন্দী

শঙ্কর কুমার প্রামাণিক ঃ সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষদের জীবনযাত্রা নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণারত। কাঁকড়া বিশেষজ্ঞ। উল্লেখযোগ্য বই 'সুন্দরবন ঃ জল-জঙ্গল-জীবন', 'সুন্দরবনের কাঁকড়ামারা'।

শুভ্রকান্তি সিন্‌হা ঃ প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক। সুন্দরবনের মাছির উপর গবেষণা করেছেন। প্রকাশিত বই 'বাংলার মাছি ও মশা'।

প্রভুদান হালদার ঃ জীববিদ্যার অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক। দীর্গদিন সুন্দরবন সচেতনা সৃষ্টির কাজে যুক্ত। সম্পাদক 'আজকের বসুন্ধরা'।

সৌমেন দত্ত ঃ অভিজ্ঞ সাংবাদিক। দীর্ঘদিন সুন্দরবন বিষয়ে লেখালেখি করছেন। প্রকাশিত বই 'ড্যানিয়েল হ্যামিলটন ও গোসাবা', 'গোসাবার ডাক্তারবাবু', 'প্রেক্ষাপট সুন্দরবন'।

অর্ণব রায় ঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বন্যপ্রাণি চিত্রশিল্পী। তার ছবি প্রদর্শিত হয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। দ্য ওয়াইল্ডলাইফ আর্ট সোসাইটি ইন্টারন্যাশানাল, ইংল্যান্ড সংস্থা থেকে পুরস্কৃত।

বাসুদেব পাল মজুমদার ঃ বন্যপ্রানি চিত্রগ্রাহক ও লেখক। সুন্দরবনের ছবি তুলছেন ২০০৭সাল থেকে।

গল্প (মনে) হলেও সত্যি!

পালান নাইয়া। আমরা যখন দেউলবাড়িতে তাঁর গ্রামে গিয়েছিলাম তখন তিনি গভীর সুন্দরবনে গেছেন মধু ভাঙতে। মাঝে কয়েকবার ফোনে যোগাযোগ হয়েছিল, অবশেষে এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় সোনারপুর স্টেশনে গরান কাঠের একটি মোটা লাঠি হাতে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যখন নামলেন তখন মনে হল এক টুকরো সুন্দরবনই আমার সামনে হাজির। জনবহুল বাজার ছাড়িয়ে টোটো গাড়িতে মিনিট পনেরো চলার পর হাঁটা রাস্তায় প্রায় মিনিট দশেক হেঁটে আমরা যেখানে পৌঁছালাম সেখানে মাঠের মাঝে মাঝে বহুদূর ছাড়া ছাড়া কয়েকটি ছোট ছোট টিনের ঘর। এখানেই ছোট দুটো ঘর তুলেছেন পালানের ভাইপো। ইলেকট্রিক নেই, চাঁদের আলোয় মাঠের মাঝে মাদুর পেতে দিল পালানের ভাইয়ের বউ। কথা এগোলো। মনে হচ্ছিল না সুন্দরবন থেকে খুব দূরে আছি।

পালান একজন আপাদমস্তক আজকের সুন্দরবনের মানুষ। সে যেমন একদিকে গহন সুন্দরবনের খুঁটিনাটি জানে তেমনি শহরের সাথেও তার যোগাযোগ ভালই। কথাবার্তায় তাই কখনও সে একেবারে সাধাসিধে, আবার কখনও তাকে মনে হয় ভারী ধুরন্ধর। কখনও সে ব্যবহার করে সুন্দরবনের লোকভাষা আবার কখনও নেহাতই শহুরে শব্দবন্ধ। চোখের সামনে পাঁচজন মানুষকে বাঘের আক্রমণে মারা যেতে দেখেছে সে। তার মধ্যে আছে তার স্ত্রী এবং ভাইপো। আবার আলিপুর কোর্টে কোথায় কাকে ধরলে বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর ক্ষতিপুরণ মিলবে তাও তার নখদর্পণে। অনেকেই পালানের মধ্যে গল্প, উপন্যাস বা চলচ্চিত্রের চরিত্রকে খুঁজে পাবেন। আজকের ভারতীয় সুন্দরবন ঘেঁষা মানুষের সমাজ জীবনের বাস্তব ছবি বারবার ফুটে উঠেছে পালানের কথায়। আর সেই প্রকৃত সুন্দরবনের চিত্র তুলে ধরাই তো 'শুধু সুন্দরবন চর্চা'র কাজ।

– জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

নারিপদ নাইয়া (৪২)
বাঘের আক্রমণে মৃত্যু ১৬.১২.২০১৪
হামালবেড় জঙ্গল, সুন্দরবন

কাঁকড়া ধরতে গিয়ে মৃত ধীবর

এই সময়, বারুইপুর: নদীতে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ গেল এক ধীবরের। মৃতের নাম নরিপদ নাইয়া (৪২)। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে সুন্দরবনের হামালবেগ অঞ্চলে। বুধবার বন দপ্তরের কর্মীরা মৃতদেহ উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

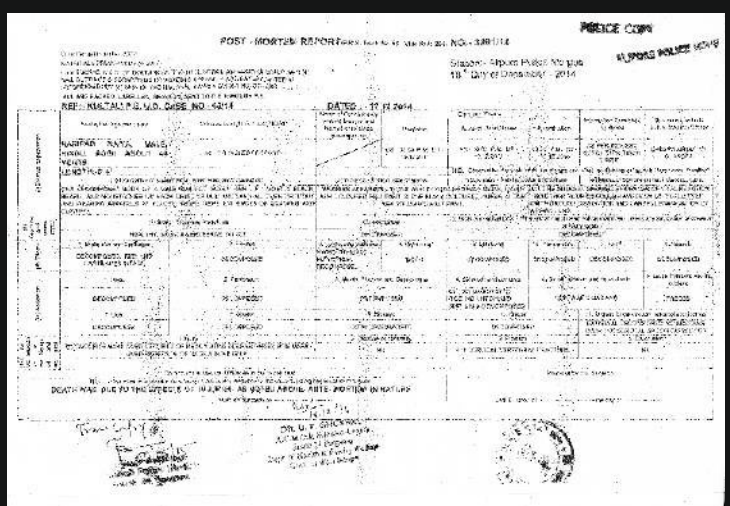

স্থানীয় সূত্রের খবর, গত ১১ ডিসেম্বর নরিপদর নৌকায় চেপে আট মৎস্যজীবীর একটি দল নদীতে কাঁকড়া ধরতে রওনা দিয়েছিল। তাঁরা সকলেই কুলতলির দেউলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার দুপুরে সকলে যখন নদীতে কাঁকড়া ধরতে ব্যস্ত, তখনই জঙ্গল থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘ বেরিয়ে নৌকায় বসে থাকা নরিপদের উপর হামলা চালায়। মাঝি প্রভঞ্জন নাইয়া চিৎকার করে উঠতেই বাঘটি নরিপদর ঘাড় কামড়ে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। ওই দৃশ্য দেখে বাকিরা গরান গাছের লাঠি নিয়ে বাঘটিকে তাড়া করেন। তাড়া খেয়ে নরিপদকে ছেড়ে দিয়ে বাঘ জঙ্গলে পালায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান নরিপদ। তাঁর সঙ্গীরা দেহ উদ্ধার করে রাতে দেউলবাড়িতে নিয়ে আসেন।

বুধবার সকালে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় বন দপ্তরের বিট অফিস চিতুড়ির জঙ্গলে। বনকর্মীদের একটি দল চলে যায় হামালবেগ জঙ্গলে। জেলার বনাধিকারিক লিপিকা রায় বলেন, 'এক ধীবরের মৃত্যু হয়েছে বলে শুনেছি। তবে সন্ধে পর্যন্ত হামালবেগ এলাকায় কোনও বাঘের উপস্থিতির প্রমাণ মেলেনি।' মৃতের পরিবার জানিয়েছে, বৈধ অনুমতি নিয়েই সকলে সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন।

এই ছবিটি প্রকাশের বিষয়ে আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে বেশ কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। অনেকে এটি প্রকাশ না করার বিষয়ে মত দিয়েছিলেন। শেষ অবধি ছবিটি প্রকাশ করা হল। খবরের কাগজের ৭ পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত একটি ১০ লাইনের খবর বা আমাদের ঘটনাপঞ্জির একটি 'বাঘের আক্রমণে মৃত্যু'র খবর যে কতটা ভয়ঙ্কর সেই বাস্তবের মুখোমুখি আমরা।

কোনও সন্দেহ নেই বীভৎস এই ছবি। কিন্তু ছবিটি যদি একবারও পাঠককে এই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায় - 'এই আলোকিত কলকাতা থেকে মাত্র ১০০ কিমি দূরে , এই ২০১৫ সালেও কেন মানুষকে শুধু মাত্র অন্ন সংস্থানের জন্য বাঘের মুখোমুখি হতে হয়?' - তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে মনে করব। – সম্পাদক।

সুন্দরবনের মধুকর ও মৌলেরা

শুভ্রকান্তি সিন্‌হা

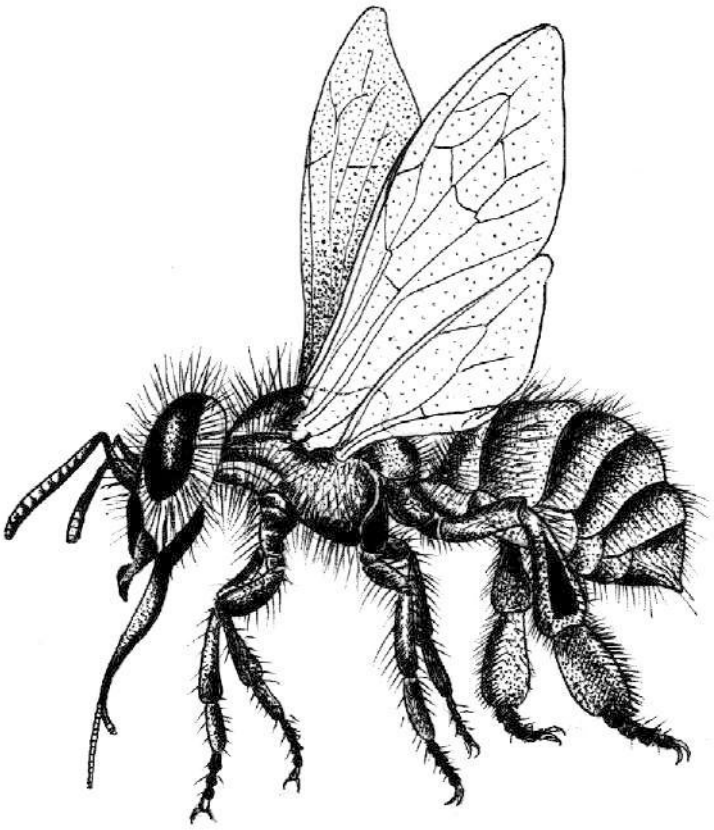

শ্রমিক বাঘ মৌমাছি
অঙ্কন ঃ লেখক

সুন্দরবনের কথা বলতে গেলে প্রথমেই যে জিনিসগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেগুলো হল গভীর বাদাবন, বাঘ, মৌলে আর মধু। যে দ্বীপগুলোতে মানুষের বসতি নেই, ম্যানগ্রোভের গহীন অরণ্যে মৌমাছিরা নিরাপদে বাসা বানায়। বিপদ সঙ্কুল সুন্দরবনে ছোট ডিঙিতে চড়ে মৌলেরা সেইসব গভীর আর দূর্ভেদ্য জঙ্গলে প্রবেশ করে মৌমাছিদের বাসা ভেঙে মধু আনতে। 'মৌলে' হল সেইসব মানুষ, যাঁরা সুন্দরবনের জঙ্গলে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করেন। মধু আনতে যাবার পথের প্রতিটি বাঁকে অপেক্ষা করে থাকে বিপদ। মৌলেরা গরীব মানুষ। কেউ কেউ মাছ-মীন ধরেন, কেউ বা সম্ভ্রান্ত মানুষদের জমিতে বা বাড়িতে কাজ করেন। সুন্দরবনের অধিকাংশ জমি হল এক ফসলী। বছরে একবার যেটুকু ধান হয় তাতে তিন-চার মাস কোনরকমে চলে। গরীব মানুষগুলোর ভরসা তাই নদী আর জঙ্গল। জঙ্গল থেকে কাঠ বা মধু সংগ্রহ খুবই বিপদজনক কাজ। প্রথমত তো বনদপ্তরের অনুমতি পাওয়া মানে বেশ কিছু টাকাকড়ির ব্যাপার, তার উপর যদি বা অনুমতি মিলল তো নৌকোর ব্যবস্থা করা। অধিকাংশ লোকের নিজের নৌকো নেই। তাই মধু আনতে জঙ্গলে যেতে নৌকো ভাড়া করা ছাড়া উপায় থাকে না। শুধু কি তাই? জঙ্গলে অপেক্ষা করে আছে মৃত্যুদূত। জঙ্গলে মধু আনতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে গুরুতর জখম হওয়া বা মৃত্যুর ঘটনা তো হামেশাই ঘটে। এতসব বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করেও মৌলেরা জঙ্গলে যায় মধুর আশায়। সামান্য কিছু টাকা রোজগারের তাগিদে। সুন্দরবন অঞ্চলের কোন কোন জায়গায় 'দাদন' প্রথার প্রচলন এখনও আছে। মধু সংগ্রহের জন্যে জঙ্গলে যাওয়া এক একটা দলে পাঁচ থেকে দশ জন মৌলে থাকে। নৌকোর ভাড়া, জ্বালানী তেলের দাম এবং আনুষঙ্গিক রেশন খরচা মেটাবার জন্যে তাদের টাকা রোজগার করতে হয় বিশেষত অন্যের কাছে টাকা ধার করে। সব মিলিয়ে জনপ্রতি খরচ পড়ে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। কোন কোন ব্যবসায়ী এসব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। তারা চড়া সুদে মৌলেদের টাকা ধার দেয় এই

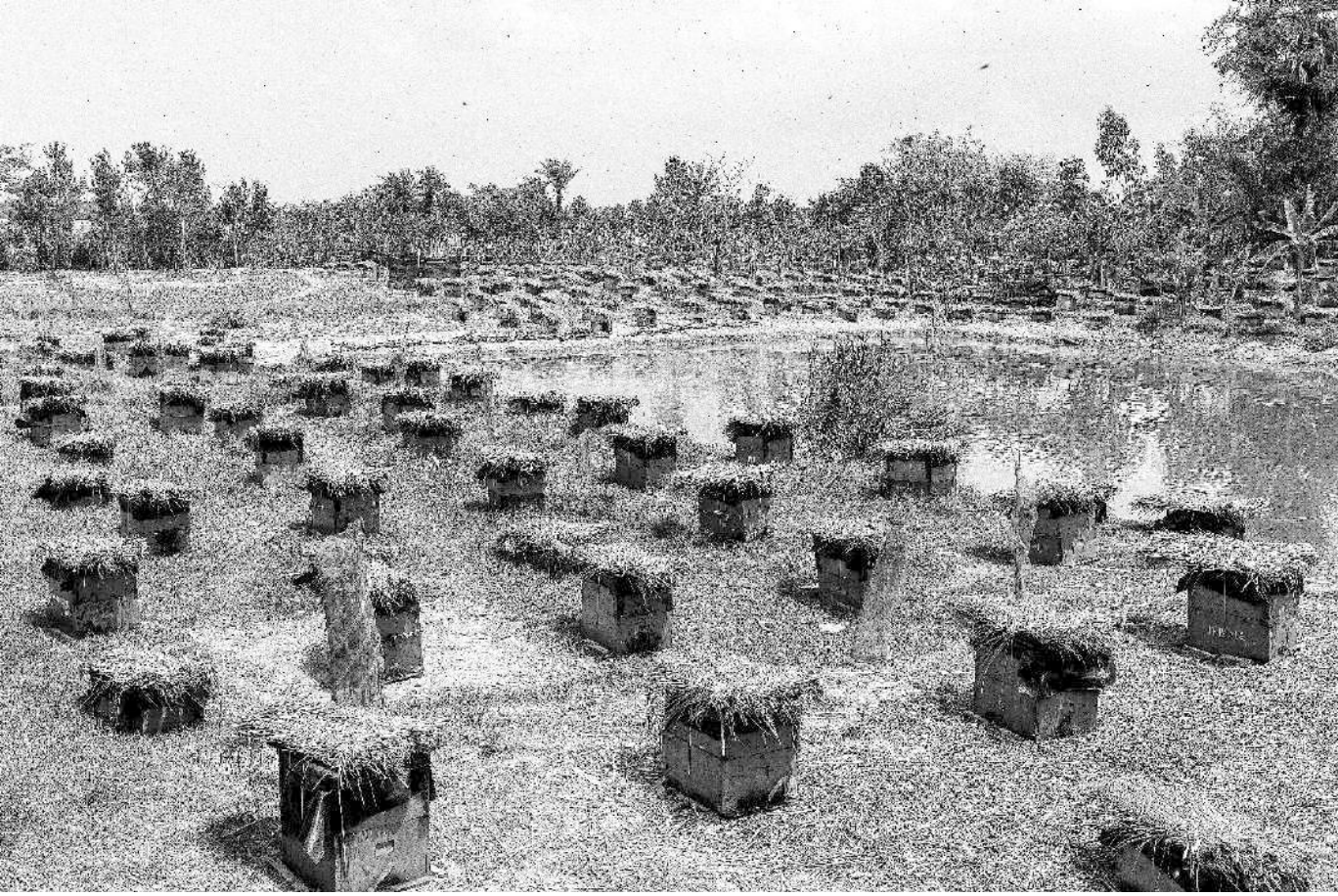

মধু, মৌমাছি ও সুন্দরবনের কথা

প্রভুদান হালদার

সুন্দরবনের ভূমিপুত্র হওয়ার সুবাদে মধু মৌমাছিদের সঙ্গে পরিচয় জন্ম থেকেই। সুন্দরবন এলাকার বাসিন্দা যাদের বাস্তুতে দু-একটা বড় গাছ আছে, ৩০-৪০ বছর পূর্বে এমন বাস্তুতে অন্তত একটা মৌচাক থাকতই। এখন গ্রামে গঞ্জে আর তেমন মৌচাক দেখা যায় না, গ্রীসের গণিতজ্ঞ পিথাগোরাস বলেছিলেন মধুর জন্যই তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন। অ্যারিস্টটল, হিপোক্রেটিসের লেখায় মধুর গুণকীর্তন পাওয়া যায়। দেবী দুর্গা মধু পান করতে করতে মাহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, আলেকজান্ডারের দেহ মধু সহ অন্যান্য পদার্থ মাখিয়ে পচনরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আদিম যুগে মানুষ প্রথম মধু থেকেই মিষ্টি স্বাদ পায়।

প্রাণিবিদদের ধারণা মৌমাছির জন্ম ৫কোটি ৩০লক্ষ বছর পূর্বে প্রাচীন মিশরে। মৌমাছি ছিল দেশের প্রতীক। মিশরের পিরামিডের মধ্যে রাখা মধু এখনও অক্ষত। যার বয়স ৩০০০ বছর। স্পেনে স্পাইডার কেভ নামের গুহায় ১৬-১৭ হাজার বছরের পুরনো গুহা চিত্র থেকে প্রাচীনকালে মধু ব্যবহারের কথা জানা গেছে। গুহাচিত্র থেকে বোঝা যায় তখন মানুষ মধুর জন্য মৃত্যুকেও পরোয়া করেতন না।

প্রায় ২০ হাজার রকমের মৌমাছি আছে। যদিও এদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রজাতি বাণিজ্যিক মধু উৎপাদন করতে পারে। মধু উৎপন্ন করতে পারে বুনো পাহাড়ীয়া মৌমাছি (*Apis dorsata*) বা ডাঁস মৌমাছি, এদের পোষ মানানো কঠিন কারণ এরা হিংস্র যাযাবর। এদের তৈরি মধুর গুণগত মান উন্নত, আকারে বড় চাক। এক চাক থেকে ৩০-৪০ কেজি মধু হয়। ভারতীয় মৌমাছি (*Apis indica*) মূলতঃ উত্তর ভারতের। আকৃতি একটু বড়, হিংস্র নয়, অন্ধকার স্থানে একের অধিক চাক করে বহুদিন বাস করে। এরা বছরে বাক্স প্রতি ৯ কেজি মধু দেয়। এরা স্যাডরুড রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে এর চাষ কমছে। ক্ষুদে মৌমাছি (*Apis florea*) গুলো ছোট, ছোট চাক বানায়। সামান্য মধু হয়। হিংস্র নয়। বিদেশী (*Apis mellifera*) ইতালীয় প্রজাতির এই মৌমাছি ১৯৯০ সাল থেকে ভারতে চাষ হচ্ছে। ১০০০ ডিম পাড়ে, বাক্স প্রতি ৫০ কেজি মধু পাওয়া যায়। এমনকি এর চেয়েও বেশি মধু হতে পারে। এরা শান্ত। ভারতে এদের চাষ হয় সর্বাধিক। একটা চাকে ৫০০০০

দেবীপুর জঙ্গলমেলা

দেবপ্রসাদ পিয়াদা

ছবি ঃ লেখক

বনের মধু, মোম, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে তাদের পেশাগত নাম মৌলে। আগেকার দিনে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছোট ছোট দলে মানুষজন ডিঙি নিয়ে সুন্দরবন যেত মধু সংগ্রহ করতে। তখন সুন্দরবনের বিস্তার ছিল আরও অগ্রবর্তী এবং গাঁ-গঞ্জে রাস্তাঘাট সেভাবে ছিল না। ছোট ছোট সুতি খাল, নদী-নালা সারা অঞ্চল জুড়ে বিছিয়ে ছিল শরীরের শিরা-উপশিরার মত। তাই খড়ের চালওয়ালা ছোট নৌকা বা সালতিতে যাতায়াত ছিল সুবিধাজনক। মধু সংগ্রহ করতে বেরিয়ে প্রায় দু-চার মাস তাদের এই জল আর জঙ্গলেই কেটে যেত। নদীর পাড়ে ডিঙি ছেড়ে গভীর বনে প্রবেশের আগে তারা জল-জঙ্গলের দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ পুজো দিত। বনজীবী মানুষজনের কাছে এঁরা পরম উপাস্য। জীবন-জীবিকার দেবতা। দেহাতি প্রান্তিক মানুষজন মা বনবিবি, দক্ষিণরায়, বিশালক্ষ্মী, গাজী-পীর প্রভৃতি লোকদেবতার স্তূপ প্রতীক তৈরি করে এই পুজো দিয়ে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত মা বনবিবির পূজো। কারণ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ইনি উপাস্য। নদীর জলে স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরে একতাল মাটি তুলে এনে তারা বনবিবির স্তূপ প্রতীক তৈরি করে। মাটির সানকিতে বা আঙট পাতায় বুনো ফলমূল সংগ্রহ করে এনে মায়ের পুজো দেয়। পোষা মোরগ বা মুরগী এনেও দেওয়া হয় মায়ের পুজোয়। পুজো করেন স্থানীয় কোন ওঝা বা গুনিন গোছের লোক। গুনিন না পেলে মৌলেরা নিজেরাই পুজো দেয়। মাটির স্তূপ প্রতীকের মাথায় তারা কোনো একটা বনফুল তুলে এনে চড়িয়ে দেয় শুদ্ধাচারে। এরপর সবাই একযোগে ছড়া কেটে মায়ের কাছে বনে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে। পুজোর ফুল যদি মায়ের মাথা থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় তবে বোঝা যাবে যে, মা বনবিবি বনে প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং নির্বিঘ্নে ঘরে ফেরার ক্ষেত্রেও মায়ের আশীর্বাদ পাওয়া গেছে। ফুল না পড়া পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হয়। অনেকসময় বেশ কয়েকটা দিন-রাত এই জঙ্গলেই কেটেই যায়। বনের অধিশ্বরীর ছাড়পত্রের অপেক্ষায়। বনবিবিকে অগ্রাহ্য করে কেউ বনের প্রবেশের কথা ভাবতেও পারে না। এটাই বিশ্বাস, এটাই পরম্পরা।

অবাদ অঞ্চলের জীবন আজ অনেক বদলে গেছে। বদলে যাচ্ছে তার চারপাশের দুনিয়া। আধুনিক জীবনের চাহিদা মেটাতে নির্বাচারে কাটা পড়তে পড়তে বন আজ বহু দূর সরে গেছে। শুকিয়ে গিয়েছে নদীখাত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে নিচু জলা জমি দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। জেট-সেট যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে উত্তাল নদীর